যুক্তফ্রন্ট সরকারের

নববোধন

বিরস বাংলার সরস কথা (৭)

[illegible]কার নাটক।

মূল্য দশ পয়সা মাত্র।

মহাশক্তি বন্দনা

পরিত্রানায় লোকানাম্ বিনাশায়চ দুর্নিতীম্
এতদ্ সর্বং দুঃখ নাশে সর্ব দলীয় সমন্বয়ং
আরামবাগে লভিতম্ অস্ত্র বাঁকুড়ায় চ সাহসম্
আগচ্ছ বিপুল শক্তি মহাশক্তি পরাক্রমঃ
হৃষ্ট চিত্ত জনগন কালোবাজারী কম্পিতম্।
সন্ত্রস্ত মজুত দারো, পুঁজি পতিরা চিন্তিতম্।
স্বজন পোষনম্ নস্যাৎ কালোবাজার বিনশ্যতি
বে আইনী মুনাফা লোভী ভেজালকারী দণ্ডিতম্।
অষ্টাদশ কর্মসূচী প্রকাশ্যে ঘোষিত সর্ব্বে
স্বিকৃত সকল লোকে এতদ্ শক্তি নমো নমঃ
সরকারী ছাটাই কর্মী পুনরায় চাকুরী লভ্য
পুনর্বহাল সর্বে ষ্টেট যানবাহনে।
রাষ্ট্রিয় করনে খাদ্য সুষ্ঠ সমবণ্টনেস্তথা।
অগ্রে ভূমি সংস্কারম কৃষি ঋনং প্রবর্ত্তিত।
দেশে হর্ষোৎফুল্ল সবে যুক্তফণ্ট জিন্দাবাদে,
জিন্দাবাদ মহা ঐক্যানাং মহান শক্তি নমো নমঃ।

মন্ত্রী বর্ণনা

মূখ্যমন্ত্রী পদে বঙ্গে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ঃ
পুলিশ প্রতি রক্ষাদি রাজ্যে সর্ব প্রশাসনম্,
সমবায়ে স্বরাষ্ট্রাদি ত্রান সমাজ-কল্যানম্
ক্ষুদ্র শিল্প এন্‌ফোর্সমেণ্ট সর্ব দুর্নিতী নিবারনে।
আগচ্ছ জ্যোতি বসু উপ মূখ্য মন্ত্রী পদে ঃ
ভারপ্রাপ্ত অর্থ এবং (স্বরাষ্ট্র) যানবাহনে।
স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন-তথ্য ও জন সংযোগে
সংসদীয় বিষয় সর্বে সোমনাথ পরিলক্ষিতম্।
কলে-কারখানায় শ্রমে সর্বদা উন্নতি বিধানে
আগচ্ছ শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়স্তথা।
শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য্য এষ শিক্ষার উন্নতি বিধানে
খাদ্য সরবরাহ আর কৃষিতে প্রফুল্ল ঘোষ।

উন্নয়ন পরিকল্পনামেব বনম্ জনাব জাহাঙ্গীরম্
আগচ্ছ হেমন্ত বসু পুর্ত্ত ও গৃহনির্মানে।
দৃষ্টা তু শ্রীহরেকৃষ্ণম্ ভূমি ও ভূমি রাজস্বে ঃ
সেচ ও জল পথে সদা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোঃ।
সমষ্টি উন্নয়নম্ শিল্প, ব্যাবসা বা বানিজ্যাদি
এতদ্ সর্বং রক্ষনায় শ্রী সুশীল ধাড়ায় ভবেৎ।
আইনে বিচারে বা আবগারী আর ছাপাখানা
(স্বরষ্ট্রে) পাশপোর্ট দ্রষ্টা শ্রীঅমর প্রসাদ চক্রঃ।
উদ্বাস্তু ত্রান কার্যেষু তৎ সর্বে পুনর্বাসনে
শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্তম্ (স্বরাষ্ট্র) জেলদপ্তরে।
শ্রীবিভূতি ভূষনম্ দ্রষ্টা সমাজ কল্যান পঞ্চায়েৎ
শ্রীদেও প্রকাশ রাই সদা উপজাতি উন্নয়নে।.
আগচ্ছ শ্রীকাশী কান্তম পরং শ্রী নিশীনাথস্তথা।

প্রতিরোধ

স্থান গঙ্গাতীর। গোধূলীর ম্লান আলোকে নিস্প্রভ বন বিথিকার প্রাঙ্গনে দাড়িয়ে বাংলার শেষ উত্তরাধিকারীদের একজন প্রতাপ। কটিবন্ধে রাজ নিতীর তরবারি। হাতে সন্ধি পত্র।

প্রতাপ—একটা নিরব বিপ্লব ঘটে গেল। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সুখস্বপ্নে সমাসীন বন্ধুদের আর ফিরে পাব না। রাজ কক্ষে আর ভেসে আসবে না ঢন্ ঢনিয়া আগরওয়ালা ঝুন্ ঝুন ওয়ালাদের পারমিট বন্দনা। শুনতে পাব না আর লাইসেন্স টেণ্ডারের সুমধুর প্রার্থনা সঙ্গীত।

(ক্রন্দনরতা বিভা গাইতীর প্রবেশ)

প্রতাপ—কে! বিভা! কাঁদছ কেন? কেঁদোনা লক্ষী, দলের জন্য তোমার এই বৃহৎ প্রচেষ্টা, আর এই মহান ত্যাগ জগৎ কোনো দিন ভুলবে না।

বিভা—(ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কেন

জয়ী হলাম ? প্রতুল্লদা নেই, উৎফুল্ল দা কে আর দেখতে পাবনা। এযে আমি ভাবতেই পারছি না।

প্রতাপ—শান্ত হও বিভা, আমি অমিও কি ওদের ভুলতে পারছি ? ওরা যে আমার পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। তবু-তবু আমি এখনও দুর্বল হইনি, এখনও কথা বলছি, এখনও আমার বাহুতে অটুট শক্তি-কে ? কে ? ও কারা। —ওই ; ওই শোনো বিভা, যমরাজের দীর্ঘশ্বাস। বরুন কান্তির আর্ত্তনাদ ! শুভেন্দু লস্করের হাহাকার। উঃ! কি ভীষন। ওই, ওই, দেখ প্রতুল্লের শব ! উৎফুল্লের কবন্ধ ! মায়াবীর প্রেতাত্মা ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

বিভা—প্রতাপ ! প্রতাপ ! (নেপথ্যে গান শোনা গেল)

মন হারালি কাজের গোড়া ও মন দিবানিশি ভাবছ বসি
কি ক'রে হবি মন্ত্রী তোরা, মন হারালি কাজের গোড়া।

প্রতাপ—না, না, না, সাধ থাকলেও আজ আর সাধ্য নেই। মানুষ এখনও গান গাইছে ? বাতাস ! তুমি এখনও প্রবাহিত ! একটা ঝঞ্ঝায় সব বিধ্বস্ত করতে পারছ না ? আকাশ তুমি এখনও স্থির ? একটা বুকফাটা আর্ত্তনাদে টুকড়ো টুকড়ো হচ্ছে না কেন ? কি আশ্চর্য্য ! এখনও গাড়ী ঘোড়া চলছে ? মানুষ কাজে যাচ্ছে ? (হতদম্ভ ভাবে নগেন্দ্র নাথের প্রবেশ)।

নগেন্দ্র—না-না বন্ধু গাড়ী ঘোড়া সব বন্ধ, এইমাত্র খবর পেলাম দেশে বিশৃঙ্খলা সুরু হয়েছে। জীবন যাত্রা অচল।

প্রতাপ—তুমি ঠিক খবর রেখেছ দেখছি। এই জন্যেই তোমাকে নেতা করেছি। অবিলম্বে বিজয় সিংহ, শৈলজাকে খবর দাও !

বিভা—প্রতাপ ! প্রতাপ ! ভেবে দেখ প্রতাপ !

প্রতাপ—ভাববার সময় নেই বিভা, দেখছ না মানুষের মধ্যে এখনও ভালবাসা আছে ? ধর্ম এখনও অচল হয়নি ! পাখী এখনও গান গায়। চল, চল ! সব, আমি জানি ওদের দ্বারা রাজ্য শাসন অসম্ভব, রাষ্ট্রপতিকে জানাতেই হবে। চল চল সবাই।

বিভা—প্রতাপ! প্রতাপ! বিপদের মাঝে যেওনা প্রতাপ!

প্রতাপ—না বিভা, আমাদের যেতেই হবে। তুমিও সঙ্গে চল! তুমি আলোকের মত নেমে এস, আমি ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে যাই, তুমি উল্কার বেগে ছুটে এস, আমি বজ্রের মত ভেঙ্গে পড়ি।

বিভা—প্রতাপ! প্রতাপ! (উভয়ের প্রস্থান)

(২য় দৃশ্য)

ধ্বনিত জনতায় ময়দান মুখরিত মঞ্চের উপর সম্মিলিত বিজয়ী নেতৃবৃন্দ সমাসীন

বিজয় মুখার্জী—কি দেখছ জাহাঙ্গীর!

জাহাঙ্গীর—দেখছি বিশাল সমুদ্র, কালো কালো লক্ষ লক্ষ ঊর্ম্মী মালার স্বতঃস্ফূর্ত কল্লোল।

বিজয়—সত্যি এত আনন্দ, এত উচ্ছাস্ এর পূর্বে আমি কখনও দেখিনি। আজ ওরা জয়ী, গোটা বাংলা দেশের নিপীড়িত অত্যাচারিত, হৃত সর্বস্ব বুকভাঙ্গা মানুষের এ এক অনাবিল উচ্ছাস।

শচীবাবু—শুধু তাই নয়, বিশ বছরের জীবন যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে শৃঙ্খল ভাঙ্গা মানুষের এ এক মুক্তিপণ। শ্রমিক কর্মচারী, কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের এই বিরাট সমাবেশ আজ জয়ের আনন্দে ধন্য।

(৩য় দৃশ্য)

বিজয় মুখার্জির অফিস ঘর। হন্তদন্ত ভাবে কৃষ্ট হরের প্রবেশ।

কৃষ্ট—বিজয় বাবু! বিজয় বাবু, সর্বনাশ সারা শহরে বিশৃঙ্খলা সুরু হয়েছে। একে রোধ করা এখনই দরকার।

বিজয়—চলুন, চলুন, এখন জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলতে হবে। নতুবা শত্রুরা সুবিধা পাবে।

শচীবাবু—আমিও যাচ্ছি চলুন, যে মহান আদর্শ নিয়ে আমরা কাজে নেমেছি তাকে বানচাল হ'তে কিছুতেই দেবনা।

(বিজয় মুখার্জি বক্তৃতা দিচ্ছেন জনতার মধ্যে)

বিজয়—বন্ধুগণ! আপনারা শান্ত হন। আমাদের অনেক

কাজ বাকি আছে। আমাদের সেগুলো করতে দিন। হানাহানি করে কুচক্রীদের সুবিধা করে দেবেন না। যারা এসব করে তাদের প্রতিরোধ করুন।

যতিবাবু—বন্ধুগণ! সংগ্রাম আমাদের সবে সুরু; আমরা আংশিক সফলতা লাভ করেছি মাত্র। সংগ্রাম আমাদের চলবে—কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে নয়, দুর্নিতী, স্বজন পোষণ মুনাফাবাজী মজুতদারী কালোবাজারীর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। আপনারা এখনই শান্তি ফিরিয়ে আনুন। শত্রুর ফাঁদে পা দেবেন না।

জনতার হর্ষধ্বনি শোনা গেল, বিজয় বাবু জিন্দাবাদ! জ্যোতি বসু জিন্দাবাদ।

(৪র্থ দৃশ্য)

যান বাহন সব ঠিক চলছে। পথের পাশে দাড়িয়ে প্রতাপ।

প্রতাপ—কই সবইত ঠিক আছে। তবে কি সব ভুল!

বিজয় সিংহ—ভুল নয় বন্ধু! দেখছনা ওই মিলিটারী রয়ে আছে? গল্প করছে?

নগেন্দ্র—আশ্চর্য্য! দু ঘণ্টার মধ্যে সব শান্ত।

প্রতাপ—তবে এখন কি করব নগেন্দ্র।

নগেন্দ্র—ভাবছেন কেন? দিল্লীতে এর খবর চলে গেছে ওখান থেকে মিনিটে মিনিটে ফোন আসছে। আজ রাজার আইন সভায় এই নিয়ে তুলকালাম করে ছাড়বে।

প্রতাপ—ঠিক বলেছ ওইখানেই আমরা একহাত নিয়ে নেব তোমার বুদ্ধি আছে। ওই জন্যেই তোমায় দলের নেতা বানিয়েছি। (প্রস্থান)

—যবনিকা—

ঐক্যের মালা

কালো টাকা দিয়ে বেনামিতে যারা করেছে গাড়ি ও বাড়ি,
ভয় ঢুকে গেছে এবার বোধহয় হাটেতে ভাঙ্গবে হাড়ী।
কালো বাজারীর মুখখানি দেখি শুকিয়ে হয়েছে কালো,
ঐক্যলব্ধ এ শক্তি এনেছে অন্ধকারেতে আলো।

মুনাফার লোভে দিশাহারা যারা চাহিদা তাদের নেই
রাতারাতি সব ত্যাগী ও মহান হয়েছেন অনেকেই।
মহাজন যত খায় থতমত দেখে এ পরিস্থিতি
দুই টাকা চাল পাঁচ সিকি কিলোয় নেমে যায় রাতারাতি।
কুচক্রী যারা ভয় পেয়ে তারা লুকায় তাদের মুখ
যারা করে চুরি বাগিয়েছে ভুড়ি তাদেরই হয়েছে দুখ।
যারা এতদিন মিছিলে মিটিংয়ে গেছে প্রতিবাদ করে।
তারাই এখন রাজার গদীতে শাসন দণ্ড ধরে।
অতি মুনাফা বন্ধ হবে আজ কালো বাজারীও শেষ
নূতন নিতী আর কর্ম্ম ধারায় চলবে এবার এ দেশ।
রূপেয়ার রূপে ভুলবেনা কেউ বলবে ওসব চাইনে
স্বেচ্ছায় যারা কমিয়ে দিয়েছে নিজেদের মাস মাইনে।
জনতাই আজ বসিয়েছে তাদের রাজার আসনে স্বেচ্ছায়
এখন আর বেশী সুবিধা হবেনা মাতে যদি কেউ কেচ্ছায়।
নূতন যুগের আজ হয়েছে সূচনা এবার দিন বদলের পালা
সকলের গলে পরিয়ে দিলাম আজ মহা ঐক্যের মালা।

বিশ বর্ষ পরে

একি দেখি বিশ বর্ষ পরে
কে তুমি হঠাৎ এসে
বাংলার মসনদে বসে
রাজদণ্ড ধরে।
আজিকার বাংলা দেশ
দারিদ্রে হতেছে শেষ
তাই তুমি এলে
আজিকার খাদ্যাভাব
মূল্য বৃদ্ধি, বেকারের
মুক্তি দেবে বলে

এ মহান বার্ত্তা আজি
পৌঁছে দেব প্রতি ঘরে ঘরে
জনতার জয়গানে আনন্দ এনেছে প্রাণে
বিশবর্ষ পরে।

এক হও

খুব সাবধান! হও আগুয়ান
বুঝে শুনে চল পথ
এ জনতার রাজ টুটবে কে আজ?
কার আছে হিম্মৎ?
মুনাফা লোভীরা আছে চারিদিকে
শকুনিরা শয়তান
জনতার রাজে, তাহাদের আজ
স্বার্থে পড়েছে টান।
মানুষের মাঝে বিভেদের বীজ
বপন করিছে কারা?
জাগ্রত এই গণ-শক্তিকে
হটাতে চাহিছে যারা।
প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীদের
মুখোসটা দাও খুলে
বিশ বছরের জীবনের জ্বালা
আজিও যাইনি ভুলে।
মানুষ সেত কেবলই মানুষ
তাই তার পরিচয়,
চামড়া কাটিলে সবার রক্ত
একই রঙে লাল হয়।
শোনো আজ সবে জাতের বিভেদ
যাও যাও ভাই ভুলে,
তাই দুনিয়ার মজুর এক হও বলি
ঐক্য পতাকা তুলে।

শ্রীরণজিত পাঠক কর্ত্তৃক ১নং গড়ফা মেইন রোড কলিঃ-৩২ হইতে
প্রকাশিত ও ৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন, বর্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত